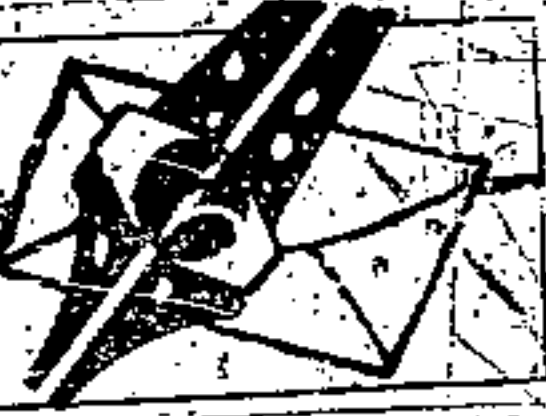


সম্পাদক সমীপে

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন



নতুন করে চিন্তা-ভাবনা করবেন কি?

১৯৯৬ সালের এসএসসি পরীক্ষার সেট কোড সমস্যায় পড়ে কয়েক শ' মেধাবী ছাত্রছাত্রীর রেজাল্ট বাতিল হলে এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী সম্পূর্ণ ব্যর্থতার পরিচয় দেন। এই সামান্য সমস্যা নিয়েও প্রধানমন্ত্রীকে হস্তক্ষেপ করতে হয়। শেষ পর্যন্ত বোর্ড কর্তৃপক্ষ এর একটা সমাধান দিলেও এটা ছাত্রছাত্রীদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি। অর্থ শিক্ষামন্ত্রী উদ্যোগ নিলে এর একটা সন্তোষজনক সমাধান হতো। এ প্রসঙ্গে ঢাকা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক প্রফেসর মুহম্মদ আব্দুল জলিল ৪-৮-৯৬ তারিখে ১৯৯৬ সালের এইচএসসি পরীক্ষার ইসলামের ইতিহাস-২য় পত্রের খাতা বিতরণের পূর্বে পরীক্ষকদের উদ্দেশে প্রয়োজনীয় বক্তব্যদানকালে বলেন যে, এসএসসি পরীক্ষার রেজাল্টের পূর্বেই সেট কোড সমস্যার কথা বর্তমান শিক্ষামন্ত্রীকে অবহিত করা হয়েছিল। অর্থ মন্ত্রী সমস্যার গভীরে না গিয়ে সংশ্লিষ্ট ছাত্রছাত্রীদের রেজাল্ট বাতিল করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। বেসরকারী স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসার শিক্ষকদের বেতনের সরকারী অংশ প্রদানে মন্ত্রী অত্যন্ত গড়িমসি করছেন। কেননা যে মাসের টাকার চেক সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে ২৭ জুন হস্তান্তর করা হলেও এই টাকা উত্তোলনের সময় দেয়া হয়েছিল ৩১ জুলাই। তাই ২২ জুলাইয়ের পূর্বে শিক্ষকরা টাকা তুলতে পারেননি। এখন পর্যন্ত জুন-জুলাই মাসের বেতনের টাকা পাঠানো হয়নি। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বেসরকারী স্কুল-কলেজের শিক্ষকগণ তাদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে ১৯৯৪ সালে ঢাকায়

ঘরগালের বৃহৎ মহাসমাবেশ করাকালে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ প্রধান জননেত্রী শেখ হাসিনা শিক্ষক আন্দোলনকে সমর্থন করে বক্তব্য রেখেছিলেন। মেয়র হানিফ খান-পানীয়সহ সার্বিক সহযোগিতা করেছিলেন। আওয়ামী লীগের সেই মহানুভবতায় মুগ্ধ হয়ে সারা দেশের শিক্ষকবৃন্দ দলমত নির্বিশেষে তখন থেকেই আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় বসানোর জন্য এর পক্ষে জনসমর্থন বৃদ্ধি করতে তুমিকো পালন করেন।

শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী চালুর কারণে গ্রামের জনগণের কাছে খালেদা জিয়ার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছিল। অর্থ মন্ত্রীর ক্ষেত্রে এর যথেষ্ট সফলতাও প্রমাণিত হয়েছে। তাই মন্ত্রীর কথা ভেবে বর্তমান সরকারও কর্মসূচী চালু রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু বর্তমানে দেশের অনেক ঝকলেই এই খাদ্য সরবরাহ করা হচ্ছে না। এই খাদ্য বিটনের ক্ষেত্রে অনিয়ম প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করাও হচ্ছে না। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তুল সিদ্ধান্তের কারণে ১৯৯৭ পাঠ্যপুস্তক সঠিক সময়ে ছাত্রছাত্রীদের কাছে পৌঁছবে না আশঙ্কা প্রকাশ করা হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে জনকণ্ঠ পত্রিকায় ও বিস্তারিত প্রতিবেদন এবং এ আগষ্ট সম্পাদকীয় প্রকাশ হয়েছে।

এছাড়া আরও অনেক সমস্যার সমাধানকল্পে বর্তমান শিক্ষা মন্ত্রী কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে ব্যর্থ হচ্ছেন। তাছাড়া শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ব্যাপক অনিয়মের কথাও শোনা যাচ্ছে। এ অবস্থায় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি যে, দেশের বৃহত্তর স্বার্থে আওয়ামী লীগের সুনাম ও ইমেজ রক্ষার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কে নতুন করে চিন্তা-ভাবনা করবেন বলে আশা করি।

সাইফুল আল
বিগাতলা, ঢাকা